দৈনিক বাংলা
12 FEB 1992
দৈনিক বাংলা
তারিখ 09 FEB 1992
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

# ডিগ্রী পরীক্ষার দ্বিতীয় দিন

স্টাফ রিপোর্টার ঃ মঙ্গলবার ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী (পাস) ও সাবসিডিয়ারী পরীক্ষার দ্বিতীয় দিন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। কোথাও থেকে তেমন কোন গোলযোগের খবর পাওয়া যায়নি।

রাজধানী ঢাকা শহরের ৯টি বেসরকারী কলেজসহ ১৯টি ডিগ্রী পরীক্ষা কেন্দ্রে অত্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাসমূহের নিয়ন্ত্রক জানান ঃ পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি পরিদর্শক দল রাজধানীর পরীক্ষা কেন্দ্র-গুলি আকস্মিকভাবে পরিদর্শন করেন। গত দুদিনে কোন কেন্দ্রে গণ টোকাটুকি বা গোলযোগের কোন ঘটনা উক্ত পরি-দর্শকগণের চোখে পড়েনি। সংশ্লিষ্ট কলেজের শিক্ষকরা এই পরী

(আটের পাতায় ২-এর কঃ দ্রঃ)

## ডিগ্রী পরীক্ষার দ্বিতীয় দিন

(প্রথম পৃঃ পর)

নিচ্ছেন। তদারকিতে রয়েছেন জেলা প্রশাসনের প্রতিনিধি।

### আজ রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও রসায়ন পরীক্ষা

মঙ্গলবার ছিল বাণিজ্য বিভাগের পরীক্ষা। আজ বুধবার রসায়নবিদ্যা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও প্রাণ রসায়ন বিষয়ের পরীক্ষা। সকাল ১০টা থেকে ১টা পর্যন্ত এই পরীক্ষা হবে।

আমাদের ময়মনসিংহস্থ সংবাদদাতা জানান ঃ ডিগ্রী পরীক্ষার দ্বিতীয় দিনে সেখানে ১৫ জন পরীক্ষার্থী বহিষ্কৃত হয়েছে। এর মধ্যে গৌরীপুরে ৬ জন, নান্দাইল কেন্দ্রে ৩ জন ও গফরগাঁও কেন্দ্রে ৬ জন পরীক্ষার্থী বহিষ্কৃত হয়।

### শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্যের সমালোচনা

বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও শিক্ষক ঐক্য পরিষদের আহ্বায়ক কামরুজ্জামান ও সাধারণ সম্পাদিকা হেনা দাস শিক্ষামন্ত্রীর সাংবাদিক সম্মেলনের বক্তব্য বিভ্রান্তিমূলক, বিভেদাত্মক ও দুর্ভাগ্যজনক বলে অভিহিত করেছেন।

গতরাতে এক বিবৃতিতে তাঁরা বলেন ঃ সরকার ধর্মঘটী শিক্ষকদের ন্যায়সঙ্গত দাবী মেনে না নিয়ে শিক্ষকদের মাধ্যমে পরীক্ষা না নেয়ায় ডিগ্রী পরীক্ষা প্রহসনে পরিণত হয়েছে।

### শিক্ষক সমাবেশ

মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির (আশরাফ-নজরুল) উদ্যোগে আয়োজিত এক সমাবেশে নেতৃবৃন্দ আজ থেকে ১৪ ফেব্রুয়ারির মধ্যে মহানগরীসহ দেশের সকল সরকারী হাইস্কুল বন্ধ করে আন্দোলনে একাত্মতা ঘোষণা করেন। শিক্ষকদের চাকরি জাতীয়করণ দাবী মেনে না নিলে ১৬ ফেব্রুয়ারি থেকে বৃহত্তর আন্দোলনের কর্মসূচী নেয়ার সিদ্ধান্ত হয়। আশরাফ আলীর সভাপতিত্বে এই সমাবেশে অন্যান্য যারা বক্তৃতা করেন তারা হলেন ঃ নজরুল ইসলাম, সাখাওয়াত হোসেন প্রমুখ।

### ২৭ জন বুদ্ধিজীবীর আহ্বান

দেশের ২৭ জন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী এক বিবৃতিতে ধ্বংসোন্মুখ শিক্ষাকে বাঁচাবার লক্ষ্যে অবিলম্বে একটি সমঝোতায় উপনীত হওয়ার জন্য শিক্ষক সমাজ ও সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

বিবৃতিতে স্বাক্ষরদাতাদের মধ্যে রয়েছেন কবি সুফিয়া কামাল, শওকত ওসমান, ব্রোকনুজ্জামান খান, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, কবীর চৌধুরী, সৈয়দ শামসুল হক, রামেন্দু মজুমদার, হায়াত মামুদ, আলী যাকের, ইনামুল হক, জামালউদ্দীন হোসেন, কলিম শরাফী, রশীদ হায়দার, আমিনুল ইসলাম প্রমুখ।